ইসলাম ও পর্দ্দা

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা
হাদিয়ে জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্
শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র
পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন
কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(চতুর্থ মুদ্রণ সন ১৪১১ সাল)

মূল্য : ১০ টাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين •

ইসলাম ও পর্দা

যে যুগে ইউরোপে ইছলামিক পর্দ্দার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করা হইতেছে, এবং উহার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে, হায় দুরাদৃষ্ট! সেই যুগে মুছলমানগণ উহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে বদ্ধপরিকর হইতেছে। বিগত গোলটেবিল কন্‌ফারেন্সের সময় ইংলন্ডের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গ-গৌরব মৌলবী এ, কে, ফজলোল হক ছাহেবকে বলিয়াছিলেন, প্রিয় মিষ্টার ফজলোল হক, আপনাদের ইছলামে যে পর্দ্দার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, উহা অতি উৎকৃষ্ট প্রথা। আজ আমাদের ইউরোপে পর্দ্দাহীনতার জন্য কত বিভৎস্য কান্ড ঘটিতেছে, কত ব্যভিচার, অনাচার, ভ্রূণহত্যা সংঘটিত হইতেছে, কত ভদ্র পরিবারের সংসার উৎসন্ন হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বলিতে কি, বর্ত্তমান ইউরোপ যেন মূর্ত্তিমান নরকে পরিণত হইয়াছে।

এই যে ইটালীর প্রেসিডেন্ট সাহেব তথাকার নারীদিগকে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় পরিভ্রমণ করা নিষেধ কল্পে আইন প্রনয়ণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই যে ননকো-অপারেশন যুগে হিন্দু মহিলাগণের

পুরুষদিগের সহিত অবাধ মিলনে যে সমস্ত কুফল ফলিয়াছে, এজন্য তাহাদের কতকগুলি নেতা হিন্দু-মহিলাদের মধ্যে পর্দ্দা প্রথা প্রচলন করার উদ্দেশ্যে কনফারেন্স আহ্বান করিতে হিন্দু ও মুছলমানের সম্মিলিত সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

যেরূপ অগ্নি ও পেট্রোলের মধ্যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে অবিকল সেইরূপ সম্বন্ধ বৰ্ত্তমান আছে। যেরূপ পেট্রোল বায়ুযোগে অগ্নিকে স্পর্শ করিয়া থাকে, সেইরূপ পর-পুরুষ ও স্ত্রীলোক একে অন্যকে আকর্ষণ করিয়া ব্যভিচারের সূত্রপাত করিয়া থাকে। সমস্ত প্রকার ফলের আবরণ আছে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। উদ্দেশ্য এই যে, হঠাৎ কোন পক্ষী উহা নষ্ট করিতে না পারে। যে ফলের আবরণ গাঢ় বা মোটা, পক্ষীরা হঠাৎ উহা নষ্ট করিতে পারে না। ইসলামে স্ত্রী-রত্নকে রক্ষা করিতে যে পর্দ্দা প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট নীতি। যে স্থানে পর্দ্দার শীথিলতা পরিলক্ষিত হয়, তথায় ব্যভিচার ও অনাচারের স্রোত অধিকতর প্রবাহিত হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

আমি এস্থলে পর্দ্দা সম্বন্ধে কোরান ও হাদিছগুলি উদ্ধৃত করার পূর্ব্বে কয়েকটি আবশ্যকীয় নিয়ম উল্লেখ করিতেছি।

(১) অহি নাজেল হওয়ার সময় স্পষ্ট কিম্বা অস্পষ্ট নিগূঢ় তত্ত্বের জন্য শরিয়তের কতক বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহাকে মনছুখ হওয়া বলা হয়। যেরূপ পীড়িতের অবস্থার পরিবর্ত্তনে চিকিৎসকের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এইরূপ রাত্র দিবা, ঋতুর পরিবর্ত্তনে ও বয়সের পরিবর্ত্তনে মনুষ্যের নিয়ম-কানুন ও গতিবিধির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। শিশু ও বয়স্ক লোকের সুস্থ ও পীড়িতের পানাহারে যেরূপ তারতম্য হইয়া থাকে, এইরূপ ইছলামের প্রাথমিক অবস্থায় পর্দ্দার ব্যবস্থা না থাকিলেও পরে উহার ব্যবস্থা নাজেল করা হইয়াছিল।

(২) কতক কিম্বা অধিকাংশ আহকামে (বিধি ব্যবস্থাতে) শরিয়তে

দুইটি শ্রেণী নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। প্রথম• আসল হুকুম ইহাই শরিয়তের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাকে عزيمت 'আজিমাত' বলা হয়। দ্বিতীয় কোন ওজোর ও প্রয়োজন বশতঃ সহজ ব্যবস্থা, ইহাকে رخصت 'রোখ্ছত' বলা হয়। ইহাকে আসল হুকুম ধারণা করা মস্ত ভুল; যেরূপ অফিস আদালতের কর্ম্মচারীদিগকে নিয়মিত সময়ে আদালতে উপস্থিত হওয়া আসল হুকুম ও রবিবারের ছুটি 'রোখছত' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। যদি কেহ এই ছুটিকে আসল হুকুম ধারণায় অবশিষ্ট ছয় দিবস ডাকবাঙ্গালা কিম্বা কুঠীতে বিশ্রাম করিয়া দরখাস্তগুলি ফেরৎ দেয়, তবে মস্ত ভুল করিবে।

(৩) যে বিষয়টি হারাম কিম্বা অপরাধ স্থির করা হয়, যে সমস্ত কার্য্য উক্ত হারাম কিম্বা অপরাধের উপকরণ বা অবলম্বন হয়, তৎসমস্ত কার্য্য উক্ত নিষিদ্ধ কার্য্যের সহায়তাকারি হওয়ায় হারাম বা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, যদিও বিশেষভাবে প্রত্যেকটির নামোল্লেখ না করা হইয়া থাকে। যেরূপ বলপ্রয়োগ করিয়া কিছু লওয়া অপরাধ, ভয় দেখান, ধমক দেওয়া, কুঠরিতে আবদ্ধ করা ইত্যাদি যত প্রকার জোর জবরদস্তি সমস্তই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে—যদিও প্রত্যেকটির নামোল্লেখ করা না হইয়া থাকে।

কতকগুলি কোরআনের আয়ত।

(১) ছুরা আহজাবের ৪ রুকু;

وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى *

"এবং তোমরা (হে নবির স্ত্রীগণ) তোমাদের গৃহের মধ্যে অবস্থিতি কর এবং পূর্ব্ব অজ্ঞতার যুগের আত্মপ্রকাশ করিয়া ভ্রমণ করার ন্যায় তোমরা আত্মপ্রকাশ করিয়া ভ্রমণ করিও না।"

যদিও এই আয়তটি হজরত নবি (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের উপলক্ষে নাজেল হইয়াছিল, তথাচ আয়তের পূর্ব্ব ও পশ্চাতের কতকগুলি

হুকুম বিনা সন্দেহে ব্যাপকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে;

এই আয়তের পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে:

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض و قلن قولاً معروفا *

"তোমরা কোমল সুরে কথা বলিও না, ইহাতে যে ব্যক্তির অন্তরে পীড়া (কুকার্য্যের লোভ) আছে, সে লোভ (কুকার্য্যের আকাঙ্খা) করিবে এবং তোমরা ন্যায় কথা বল।" এই স্থলে নরম সুরে কথা না বলা ও ন্যায় কথা বলা কেবল নবি (ছাঃ)-এর স্ত্রীদিগের বিশিষ্ট ব্যবস্থা নহে; বরং সমস্ত স্ত্রীলোকের ব্যবস্থা।

এই আয়তের পরে উল্লিখিত হইয়াছে;—

و اقمن الصلوة و آتين الزكوة و اطعن الله و رسوله *

"এবং তোমরা নামাজ সুসম্পন্ন কর ও জাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁহার রছুলের আদেশ মান্য কর।" এই হুকুমগুলিও সর্ব্বসাধারণ স্ত্রীলোকদিগের ব্যবস্থা, এই সমস্ত হজরত নবি (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের বিশিষ্ট ব্যবস্থা নহে। এক্ষেত্রে এই আয়তটি প্রত্যেক অবস্থাতে তাঁহাদের খাস হুকুম বলিয়া দাবী করা একেবারেই অসঙ্গত, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আরও এই আয়তে গবেষণা করিলে বিশিষ্ট ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। উহা এই যে, ... و قرن "এবং তোমরা গৃহে অবস্থিতি কর।" এই অংশের পরে উহা পূর্ণ করা উদ্দেশ্যে উহার বিপরীত কার্য্যকে নিষেধ করা হইয়াছে।

উহা এই;—

و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى *

"এবং তোমরা প্রথম অজ্ঞতা যুগের আত্মপ্রকাশ করিয়া ভ্রমণ করার ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়া ভ্রমণ করিও না।" আর ইহা অতি

প্রকাশ্য কথা যে, ইহা গৃহে অবস্থিতি না করা হইতে বাধা দেওয়া উদ্দেশ্যে কথিত হইয়াছে. গৃহে অবস্থিতি না করাকে অজ্ঞতা যুগের আত্মপ্রকাশ করা বলা হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, গৃহে স্থিতি না করা অজ্ঞতা যুগের আত্মপ্রকাশ করিয়া ভ্রমণ করার ন্যায় দুষিত ও নিন্দনীয় হইবে। ইহা নিশ্চিত কথা যে. অজ্ঞতা যুগের আত্মপ্রকাশ করিয়া ভ্রমণ না করা গৃহে স্থিতি করার শেষাংশ, আর কোন বিষয়ের শেষাংশের ব্যবস্থা উক্ত বিষয়ের অনুরূপ হইয়া থাকে। এক্ষণে যদি গৃহে স্থিতি করা কেবল নবি (ছাঃ)এর স্ত্রীগণের খাস ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে জাহিলিএতের যুগের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করাও তাঁহাদের খাস ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু কোন ধর্ম্মপরায়ণ অথবা বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ মত ধারণা করিতে পারেন না যে, সাধারণ উম্মতের স্ত্রীদিগের পক্ষে জাহেলিএতে জামানার ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়া বেড়ান জায়েজ হইবে। আর যখন ইহা সর্ব্বসাধারণের ব্যবস্থা হইল, তখন ইহার প্রথমাংশ অর্থাৎ গৃহে স্থিতি করা হজরতের বিবিগণের খাস ব্যবস্থা না হওয়ার যুক্তি বিবেক ও জ্ঞান সঙ্গত, কেননা শরিয়তে প্রত্যেক আদেশের মধ্যে এক এক প্রকার নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত থাকে, কখন উহা এরূপ সুক্ষ্মতম হইয়া থাকে যে, সাধারণ জ্ঞান উহা বুঝিতে পারে না এবং আমরা উহা অনুসন্ধান করিতে আদিষ্ট হই নাই। কখন উক্ত তত্ত্ব প্রকাশ্য হইয়া থাকে, এই স্থলে এই বাক্যটি উল্লিখিত হইয়াছে যে, তোমারা নরম সুরে কথা বলিও না, কেননা ইহাতে কামাসক্ত লোকে কুকার্য্যের আকাঙ্খা করিবে।" ইহাতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, এই স্থলে কথোপকথনের যে নিয়ম ও গৃহে স্থিতি করার যে পন্থা স্থির করা হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য অপর লোকের সহিত কথোপকথন করার ও মিলনের ফাসাদ রুদ্ধ করা। এই আয়ত হইতে যখন এই কারণ বুঝা গেল. তখন যে কোন স্থলে এই কারণ পাওয়া যাইবে. তথায় পর্দ্দা করা জরুরি হইবে। কোরআনের উক্ত ছুরার ১ম রুকুতে আছে;—

* وازواجه امهاتهم *

"হজরতের বিবিগণ মুছলমানদিগের মাতা।"

আরও উহার ৭ রুকুতে আছে;—

* ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا *

"আর তোমরা তাঁহার পরে তাঁহার বিবিগণকে কখনও নেকাহ করিতে পারিবে না।"

মূল কথা, হজরতের বিবিগণ মুছলমানগণের মাতা এবং ইহাদের সহিত তাহাদের নেকাহ চিরতরে হারাম করা হইয়াছে। বিবেক বুদ্ধি ইহা স্বীকার করে যে, তাঁহাদের উন্নত পদ-মর্য্যাদা প্রাকৃতিক নিয়মে লোকদিগের অসৎ প্রবৃত্তির পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, যখন এই প্রাকৃতিক ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হজরতের পাক বিবিগণের গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকার আদেশ করা হইয়াছে, তখন অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে তদপেক্ষা কঠোরতর আদেশ হইবে, যেহেতু তাহাদের উপর লোকদের কুকামনা উদ্রেক হওয়ার কোনই প্রতিবন্ধকতা নাই। অন্ততঃ পক্ষে তুল্যভাবে গৃহে আবদ্ধ থাকার আদেশ হইবে। কেননা স্বল্প ফাছাদ রোধ করার নিয়ম বিধিবদ্ধ করা এবং বৃহৎ ফাছাদের পথ রুদ্ধ করার নিয়ম কানুন প্রনয়ণ না করা স্পষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের বাঁধ উলঙ্ঘন করা ব্যতীত আর কি হইবে। কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এইরূপ মতের সমর্থন করিতে পারে না। অবশ্য ইহা বলা সঙ্গত হইতে পারে যে, অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের গৃহে আবদ্ধ থাকার কারণ ফাছাদের পথ রোধ করা, পক্ষান্তরে হজরতের পাক বিবিগণের গৃহে আবদ্ধ থাকার এই কোরআনোল্লিখিত কারণ ব্যতীত তাঁহাদের সম্ভ্রমের পাত্রী হওয়া অন্যতম কারণ হইবে—অর্থাৎ তাঁহাদের উন্নত পদ-মর্য্যাদা হেতু তাঁহাদের প্রত্যেক উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত লোকের সম্মুখে গমণ করা অসঙ্গত, আর তৎসঙ্গে লোকদিগের কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া

অন্যতম কারণ। এতটুকু বিশেষজ্ঞের জন্য যদি উহা তাঁহাদের বিশিষ্ট প্রসঙ্গ বলিয়া দাবি করা হয়, তবে এক প্রকার সঙ্গত কথা হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে ইহা প্রমাণিত হইতে পারে না যে, গৃহে আবদ্ধ থাকা কেবল তাঁহাদের জন্য ওয়াজেব হইবে। অবশ্য তাঁহাদের সম্ভ্রম যে গৃহে আবদ্ধ থাকা ওয়াজেব হওয়ার অন্যতম কারণ, ইহাতে তাহাদের বিশেষত্ত্ব আছে। لستن كاحد "তোমরা অন্য স্ত্রীলোকের তুল্য নও।" কোরআণের উক্ত শব্দগুলিতে উপরোক্ত কথার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেহেতু তাঁহাদের সম্ভ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজনীয় বিষয়, এই হেতু তাহাদের গৃহ হইতে বহির্গত হওয়াতে কোন ফাছাদ না হইলেও বিনা প্রয়োজনে উহা তাঁহাদের পক্ষে হারাম হইবে। এইরূপ অন্য লোকদিগের স্ত্রীলোকগণ বার্দ্ধক্য কিম্বা অন্য কারণে কামশক্তি ও ফাছাদের সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে, তবে শরিয়তে তাহাদের মুখমন্ডল ও দুই হস্তের কব্জা খুলিয়া রাখার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই হেতু কোন বিদ্বান লিখিয়াছেন, পর্দ্দা (অন্তরালে থাকা) ফরজ হওয়া নবি (ছাঃ) এর পাক বিবিগণের খাস ব্যবস্থা। ইহার মূল মন্তব্য এই যে, পর্দ্দাতে থাকা নবি (ছাঃ)এর বিবিগণের জন্য ওয়াজেব লে আয়নিহি واجب لعينه। পক্ষান্তরে তাঁহাদের ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে উহা ওয়াজেব লে-গায়রিহি واجب لغيره কিন্তু উভয় দলের পক্ষে মূল ওয়াজেব হওয়ার ব্যবস্থা ব্যাপক হইবে। যাহারা প্রচলিত পর্দ্দা ওয়াজেব হওয়ার পক্ষ সমর্থন করেন, তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, যুবতী কিম্বা মধ্যম বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে গর মহরম পুরুষের সম্মুখে গমণ করা হারাম, অবশ্য ইহা ওয়াজেব লেগায়রিহি।

(২) ছুরা আহজাব, ৭ রুকু —

واذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ط

ذالكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن *

"আর যে সময় তোমরা তাঁহাদের (নবির বিবিগণের) নিকট কোন বস্তু তলব কর, তখন পর্দ্দার অন্তরাল হইতে তাঁহাদের নিকট তলব করিও, ইহা তোমাদের অন্তরে ও তাঁহাদের অন্তরের সমধিক পবিত্রতাকারী।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, দেশ প্রচলিত পর্দ্দা নিতান্ত জরুরী (ওয়াজেব) ও গ্রহণযোগ্য, কেননা কোন বস্তু চাওয়া এক প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পর্দ্দা রহিত করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই, এই প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আদেশ সূচক শব্দে (صيغة امر) পর্দ্দা করার হুকুম করা হইয়াছে, শরিয়ত ও বিবেক অনুসারে ইহা ওয়াজেব হওয়া প্রমাণিত হয়। আর যে স্থলে কোন প্রয়োজন না থাকে কিম্বা স্বল্প প্রয়োজন থাকে, যেরূপ উন্মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ এবং পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করা, এইরূপ ক্ষেত্রে পর্দ্দা রহিত করার অনুমতি কিরূপে দেওয়া যাইবে? যদিও এই আয়তটিও হজরত নবি (ছাঃ)এর বিবিগণের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, তথাচ এই পর্দ্দার মূল উদ্দেশ্য অন্তরের পবিত্রতা বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। পরোক্ষভাবে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, যেস্থলে অন্তর কলুষিত না হওয়ার প্রবল ধারণা, তথায় নির্বিঘ্নে হওয়ার উদ্দেশ্যে পর্দ্দা ওয়াজেব হওয়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে, কাজেই যে স্থলে উহার সম্ভাবনা হওয়ার প্রবল ধারণা থাকে, তথায় উহা নিবাকরণ ও নির্বিঘ্ন করা উদ্দেশ্যে পর্দ্দা যে ওয়াজেব হইবে, ইহা না বলিলেও চলে। আর হজরত নবি (ছাঃ)এর পাক বিবিগণের এইরূপ কলুষশূন্য হওয়া স্বতঃসিদ্ধ, পক্ষান্তরে অন্যান্য লোকদের স্ত্রীদিগের মধ্যে কলুষ থাকা অতি স্পষ্ট। প্রথমোক্ত আয়তে প্রমাণসহ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অবশ্য এস্থলে ওয়াজেব লে-আয়নিহি واجب لعينه এবং ওয়জেব লে-গায়রিহি واجب لغيره এতটুকু প্রভেদ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মূল দাবির তারতম্য হইতে পারে না।

(৩) ছুরা আহজাব, ৮ রুকু ;—

يا ايها النبى قل لا زواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ؟

"হে নবি, তুমি নিজের স্ত্রীগণকে, নিজের কন্যাগণকে এবং ঈমানদারগণের স্ত্রীগণকে বল, তাহারা নিজের উপর নিজেদের চাদর ছাড়িয়া দেয়, ইহাতে সত্বরে তাহারা পরিচিতা হইবে, পরে তাহাদিগকে যাতনা দেওয়া হইবে না।"

কোন স্ত্রীলোক বিদেশ যাত্রা কিম্বা অন্য কোন প্রয়োজন হইলে, গৃহের বাহিরে যাইতে বাধ্য হইলে কিরূপে বাহির হইবে, এই আয়তে তৎসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে খোদা বলিতেছেন, এইরূপ স্থলে চাদরের পাল্লা মুখমন্ডলের উপর স্থাপন করিবে, যেন তাহাদের মুখমন্ডল কোন অপর (আজনবি) লোক দেখিতে না পারে। এস্থলে কোরআণের অকাট্য আয়ত, অর্থটী নিশ্চিতরূপে স্পষ্ট অর্থবাচক। ইহা দ্বারা মুখমন্ডল ঢাকিয়া রাখা ওয়াজেব হওয়ার স্পষ্ট আদেশ থাকার পরে তাহাদের মুখমন্ডল ঢাকা ফরজ ওয়াজেব না হওয়ার মত গ্রহণীয় হইতে পারে কি? প্রথমোল্লিখিত আয়তদ্বয় অপেক্ষা এই আয়তে একটি বিষয় বেশী উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা এই—ইহাতে সাধারণ বিবিদিগের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে, এইহেতু এই স্থলে বাহ্য দৃষ্টিতে বিশিষ্ট হুকুম হওয়ার ধারণাও জন্মিতে পারে না। অবশ্য ওয়াজেব লে-আয়নিহি ও লেগায়রিহি প্রভেদ থাকাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আর উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সহজে তাহারা পরিচিতা হবে, ইহার অর্থ এই যে, সেই সময় কতক মোনাফেক আন্তরিক অশুদ্ধিতার জন্য ক্রীতদাসিদিগকে বিরক্ত করিত, কাজেই চাদর দ্বারা মুখমন্ডল ও শরীর ঢাকাতে ফরজ পর্দ্দা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অন্য একটি নিগূঢ় তত্ত্ব এই ছিল যে, বিবি ও দাসিদিগের মধ্যে প্রভেদ করা সম্ভব হইত, কেননা দাসিদিগের মুখমন্ডল অনাবৃত অবস্থায় রাখার অনুমতি ছিল, এই হিসাবে নহে যে, তাহাদের শরীর

গোপনীয় বস্তু নহে, কেননা নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন المرأة عورة "স্ত্রীলোক গোপনীয় বস্তু।" ইহাতে সমস্ত স্ত্রীলোককে পর্দ্দার বস্তু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বিবেক স্বীকার করে যে, ক্রীতদাসিগণ বিবিদিগের ন্যায় পুরুষদিগের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে; বরং এইহেতু যে, ক্রীতদাসিদিগের মুখমন্ডল ইত্যাদি ঢাকিয়া রাখার তাকিদ করিলে তাহাদের সেবা ও খেদমতে ত্রুটি ও বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, এই প্রয়োজন অনুসারে তাহাদের পর্দ্দা সম্বন্ধে সহজ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু ইহাদের প্রয়োজন আজাদ স্ত্রীলোক প্রয়োজন অপেক্ষা অধিকতর, এইহেতু ইহাদের খুলিয়া রাখা অঙ্গগুলির সংখ্যা কিছু বেশী।

(দ্বিতীয়) বিবিগণের পর্দ্দাহীনতায় ক্রীতদাসিদের রক্ষণাবেক্ষণ ত হইবেইনা, বরং তাহাদের সম্ভ্রমহানির সমধিক আশঙ্কা থাকিবে, এইহেতু আসল ব্যবস্থা অর্থাৎ বিবিদিগের মুখমন্ডল ঢাকার ব্যবস্থা ত্যাগ করার আবশ্যকতা নাই. অধিকন্তু তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হইবে। পক্ষান্তরে ক্রীতদাসিদিগের রক্ষণাবেক্ষণের অন্য প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে; যথা—ইহার পরবর্ত্তী আয়তে (ولئن لم ينته المنافقون (الى) تقتيلا) মোনাফেকদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে, যদি তাহারা উল্লিখিত বিরক্তিকর কার্য্য হইতে বিরত না থাকে, তবে তাহাদিগকে দেশত্যাগী করা হইবে কিম্বা হত্যা করার আদেশ দেওয়া হইবে। ইহাতে কোন প্রকারে কোন চিন্তার কারণ থাকিল না এবং সমস্ত ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সম্পাদিত হইল।

(৪) ছুরা নুর, ৪ রুকু :—

و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن (الى) ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن *

"আর তুমি ইমানদার স্ত্রীলোকদিগকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন নিজেদের চক্ষুগুলি নত করিয়া রাখে ও নিজেদের লজ্জাস্থানগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে, কিন্তু উহার মধ্যে যতটুকু খোলা থাকে, (উহার কথা স্বতন্ত্র) এবং নিজেদের গ্রীবাদেশে উড়ানি স্থাপন করে এবং সজোরে নিজেদের পদনিক্ষেপ না করে উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে তাহার নিজেদের যে সৌন্দর্য্য গোপন করিয়া থাকে, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।"

এই আয়তে পরিস্কাররূপে সৌন্দর্য্য গোপন করার আদেশ করা হইয়াছে, ইহাই পর্দ্দার মূল মর্ম্ম। আর এই স্থলে বলা হইয়াছে যে, যাহা কিছু খোলা অবস্থায় থাকে, ইহার অর্থ মুখমন্ডল ও দুই হস্তের কব্জা—যেরূপ হাদিছ শরিফে ইহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রয়েজন স্থলে এই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। কেননা প্রয়োজন হইলে ব্যবস্থা সহজ করিয়া দেওয়া হয় এবং আজিমত عزيمت স্থলে রোখছতের رخصت এর উপর আমল করা জায়েজ হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ণ পর্দ্দা যে আসল ব্যবস্থা, ইহা এই আয়তের অগ্র পশ্চাতের প্রতি লক্ষ করিলে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহার পূর্ব্বে চক্ষু নত করা ও লজ্জাস্থান রক্ষণাবেক্ষণ করার আদেশ করা হইয়াছে, ইহাতে পরিস্কাররূপে বুঝা যাইতেছে যে, পর্দ্দার মূল উদ্দেশ্য কাম-রিপুর ফাছাদ রোধ করা, উহার এতদূর, তাকিদ করা হইয়াছে যে, মস্তক ও গ্রীবাদেশ ঢাকিবার হুকুম করা হইয়াছে, যেরূপ خمر ও على جيوبهن ইহাতে বুঝা যাইতেছে। আর পরীক্ষাতে ইহা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকদিগের মুখমন্ডল দ্বারা পুরুষদিগের মন যেরূপ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, মস্তক ও গ্রীবাদেশ দ্বারা সেইরূপ আকৃষ্ট হয় না। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যে বিষয় কামরিপু উত্তেজিত করার দুর্ব্বল উপকরণ, উহা ঢাকিবার জন্য এরূপ কঠোরভাবে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, এক্ষেত্রে যে মুখমন্ডল উক্ত ফাছাদের মূল উপকরণ, উহা ঢাকা ওয়াজেব হওয়ার বিষয় কেন বলা যাইবে

না। মূল কথা, পর্দ্দার মূল উদ্দেশ্য যাহা, উহা যে কোন স্থলে পাওয়া যাইবে তথায় পর্দ্দা করা ওয়াজেব হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। সমধিক কঠোরভাবে ওয়াজেব না হইলেও তুল্য ওয়াজেব হইবে। ইহাতে অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতেছে যে, যেস্থলে জরুরত (প্রয়োজন) পরিলক্ষিত না হয়, তথায় পূর্ণ পর্দ্দা ওয়াজেব হওয়া আসল হুকুম, আর সে স্থলে যৌবন হেতু চক্ষের কিম্বা লজ্জাস্থানের ফাছাদের সম্ভাবনা থাকে, তথায় এই আসলি হুকুমের উপর আমল করা ওয়াজেব হইবে।

আর এই আয়তের পরে সজোরে পদ নিক্ষেপ করা কঠোর ভাবে নিষেধ করা হইয়াছে এবং ইহার মূল কারণ সৌন্দর্য্য গোপন করা ওয়াজেব হওয়া বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, মুখমন্ডলের ফাছাদ গহনার শব্দের ফাছাদ অপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর, আর যখন ক্ষুদ্র ফাছাদ রোধ করা ওয়াজেব হইয়াছে, তখন বৃহৎ ফাছাদ রোধ করা কেন ওয়াজেব হইবে না। উপরোক্ত বিবরণে প্রকৃত পক্ষে পূর্ণ পর্দ্দা ওয়াজেব হওয়ার কোন সন্দেহ বাকি থাকিল না।

(৪) ছুরা নুর, ৭ম রুকু ;—

و القواعـــد من النساء اللاتى لا يـــرجون نكاحـــا فليش عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ط و ان يستعففن خير لهن *

"আর যে সকল বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নেকাহ করার (বিবাহিত হওয়ার) আশা রাখে না, তাহাদের পক্ষে ইহা কোন গোনাহ হইবে না যে, তাহারা নিজেদের (বিশিষ্ট বিশিষ্ট) বস্ত্রগুলি খুলিয়া রাখে এই শর্ত্তে যে, সৌন্দর্য্যের স্থানগুলি প্রকাশ না করে, আর যদি (ইহা হইতে) বিরত থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে সমধিক উৎকৃষ্ট।"

বিশিষ্ট বস্ত্রগুলির অর্থ, অতিরিক্ত বস্ত্রগুলি—যে সমস্তের দ্বারা

মুখমন্ডল হস্ত ইত্যাদি ঢাকা হইয়া থাকে, কেননা মুখমন্ডল হস্তদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য শরীর ঢাকা যুবতীর ও বৃদ্ধা সকলের পক্ষে ফরজ— যেরূপ এই আয়তেই غير متبرجات بزينة এই শর্ত্ত স্থির করা হইয়াছে। সৌন্দর্য্য বলিতে স্ত্রীলোকের সমস্ত শরীর বুঝা যায়, কেবল জরুরত স্থলে চেহারা ও হস্তদ্বয়ের কব্জার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ৪ নম্বর আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই এই আয়তটি উক্ত আয়তের ব্যাখ্যা স্বরূপ হইবে। যখন মুখমন্ডল ও দুই হাতের কব্জা ব্যতীত অবশিষ্ট শরীর ঢাকা যুবতী ও বৃদ্ধা উভয়ের পক্ষে ওয়াজেব হইয়াছে, তখন যে বস্ত্রগুলির দ্বারা এই অবশিষ্ট শরীর ঢাকা হইয়া থাকে, এইগুলি উল্লিখিত অতিরিক্ত বস্ত্রগুলির অন্তর্গত হইতে পারে না, ইহা অতি স্পষ্ট কথা। কাজেই নিশ্চিতরূপে বুঝা যাইতেছে যে, অতিরিক্ত বস্ত্রগুলি বলিয়া মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয়ের কব্জা ঢাকিবার বস্ত্রগুলি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই অতিরিক্ত বস্ত্রগুলি খুলিয়া রাখা অতি বয়ো-বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের খাস ব্যবস্থা। ইহাতে পরিস্কাররূপে বুঝা যাইতেছে যে, যে স্ত্রীলোকেরা বিবাহিতা হওয়ার উপযুক্তা অর্থাৎ যুবতী কিম্বা মধ্যম বয়োপ্রাপ্তা, তাহাদের পক্ষে বিনা জরুরত উল্লিখিত অতিরিক্ত বস্ত্রগুলি খুলিয়া আজনবি পুরুষের সম্মুখে যাওয়ার অনুমতি নাই, ইহাতে তাহাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয়ের কব্জা ঢাকা ওয়াজেব হওয়া অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল। অবশ্য এইরূপ ঢাকা ওয়াজেব লে গায়রিহি, এইহেতু যে, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের চেহারা ও হস্তের কব্জা দেখিলে কামরিপু উত্তেজনা হয় না, তাহাদের পক্ষে উক্ত স্থানদ্বয় খুলিয়া রাখার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহার সহিত ইহাও বলা হইয়াছে যে, যদি তাহারা ইহা হইতে বিরত থাকে, তবে আরও উত্তম কথা। ইহাতে নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া গেল যে, এই অনুমতি রোখছত এবং ঢাকা ওয়াজেব হওয়া আজিমত ও আসল হুকুম, যেহেতু আসল হুকুমের উপর আমল করা শ্রেয় (আফজল), এই হেতু উহা হইতে অতি বৃদ্ধাদিগের বিরত থাকা উৎকৃষ্ট নিয়ম

বলা হইয়াছে। আল্লাহ-তায়ালার অনুগ্রহে অধিকাংশ মুছলমান সন্তোষের সহিত ইহার উপর আমল করিয়া থাকেন।

ইহার পূর্ব্বোল্লিখিত আয়তের সারমর্ম্ম এই যে, ফজরের নামাজের পূর্ব্বে, জোহরের সময় ও এশার নামাজের পরে লোকেরা বিশ্রাম করিয়া থাকে, এই তিন সময় তাহারা বস্ত্র খুলিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে, এই তিন সময় নাবালেগ, খাদেম ও ক্রীতদাসগণ বিনা অনুমতিতে গৃহে প্রবেশ করিবে না. তদ্ব্যতীত অন্য সময় জরুরত বশতঃ বিনা অনুমতিতে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে। স্বাধীন (আজাদ) বালেগ পুরুষদিগের পক্ষে প্রত্যেক সময় গৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি লওয়া ওয়াজেব। এই অনুমতি গ্রহণ করা কালে চেহারা ও হস্তের কব্জা বিনা জরুরত খুলিয়া রাখা সম্বন্ধে যুবতী ও বৃদ্ধাদিগের মধ্যে প্রভেদ করা হইয়াছে।

(৬) ছুরা তালাক, ১ম রুকু :—

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ج وتلك حدود الله ط ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه *

"উক্ত (তালাক প্রদত্তা) স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের (বাস করা) গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিও না এবং তাহারা যেন বাহির না হয়, কিন্তু যদি প্রকাশ্য লজ্জাজনক কার্য্য অবলম্বন করে, (তবে স্বতন্ত্র কথা), তৎসমস্ত আল্লাহর (নির্দ্ধারিত) নিয়ম-কানুন, আর যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার (নির্দ্ধারিত) নিয়ম-কানুনগুলি অতিক্রম করে, সে নিজের আত্মার উপর অত্যাচার করিল।"

এই আয়তে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের গৃহের মধ্যে থাকিবার ও রাখিবার কঠোর আদেশ করা হইয়াছে। এই গৃহে আবদ্ধ থাকা তালাকের শাস্তি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে না কেননা স্থল বিশেষ তালাক দেওয়া অনুচিত, উহা পুরুষের কার্য্য, ইহাতে স্ত্রীলোককে

আবদ্ধ থাকার শাস্তি দেওয়া কিরূপে সঙ্গত হইবে, কাজেই বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে স্ত্রীলোকদিগের প্রাকৃতিক বিধান এই যে, তাহারা গৃহের মধ্যে থাকিবে। তালাকের পূর্ব্বেও এইরূপ নিয়ম ছিল, তালাক প্রসঙ্গে কেবল পর্দ্দা ওয়াজেব হওয়ার কথা প্রকাশ করা হইতেছে না, বরং পর্দ্দার কঠোরতর তাগিদ করা হইতেছে, ইহার কারণ এই যে, তালাকের পূর্ব্বে এই স্ত্রীলোকটি এক জনের বিবাহিতা বলিয়া নির্দ্দেশিতা থাকায় কামুকদিগের লোলুপ-দৃষ্টি তাহার উপর এক প্রকার কম পতিত হইত, এক্ষণে উক্ত পুরুষের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় কামরিপু উপাসকদিগের অন্তরে কামনা বাসনার উত্তেজনা অধিকতর হইতে পারে, এই হেতু সমধিক রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হইয়াছে। এই কারণে তালাকের পূর্ব্বে উক্ত স্ত্রীলোকের বাহিরে যাওয়া জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে যতটুকু আপত্তি জরুরত বলিয়া গণ্য হইত, তালাকের পরে উহা জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে জরুরত বলিয়া গণ্য হওয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত কঠোরতর আপত্তি (শর্ত্ত) করা হইয়াছে এবং উহা জায়েজ হওয়ার জন্য পূর্ব্বের আপত্তি অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, এদ্দত গত হওয়ার পরে পুনরায় বাহিরে যাওয়ার অনুমতি কেন দেওয়া হইয়া থাকে, এইস্থলে ত লোকদের লোলুপ-দৃষ্টি অধিক হইতে অধিকতর হইতে পারে। তদুত্তরে বলা যাইবে, শেষোক্ত স্থলে দুই প্রকার প্রভেদ আছে, প্রথম এই যে, এই স্থলে নেকাহ করিয়া লইলে, লোকের লোলুপ-দৃষ্টির গতিরোধ হইতে পারে। পক্ষান্তরে এদ্দতের মধ্যে অন্য নেকাহ করা হারাম। দ্বিতীয় এদ্দতের পরে তাহার খোর-পোষের ভার বহনকারী কেহ থাকে না, কাজেই এই জরুরতের জন্য তাহার পক্ষে সহজ ব্যবস্থা প্রদান করা পক্ষান্তরে এদ্দতের মধ্যে তাহার খোর-পোষের ভার তালাকদাতার উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে, কাজেই তাহার পক্ষে সহজ ব্যবস্থা প্রদান করার জরুরত হয় নাই। এই তাকিদি হুকুমকে কঠোরতর তাকিদি হুকুমে পরিণত করা হইয়াছে, যেহেতু উহা

আল্লাহতায়ালার নির্দ্ধারিত হদ্দ (নিয়ম) ঘোষণা করা হইয়াছে ও উহা অতিক্রমকারির উপর ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। কেবল শরিয়তের হদ কায়েম করার জন্য যাহা কঠোরতম জরুরত বলিয়া গণ্য—বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা স্বীকার করা হইয়াছে, এই কঠোরতম জরুরত ব্যতীত গৃহে আবদ্ধ থাকা আসলী হুকুম বলিয়া বাকী থাকিয়া গেল।

(৭) ছুরা নেছা, ৩ রুকু ;—

و اللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا *

"আর যে স্ত্রীলোকেরা কুৎসিত কার্য্য করে, তাহাদের উপর তোমাদের মধ্যে চারিজন সাক্ষী স্থির করিয়া লও, তৎপরে যদি তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ গৃহের মধ্যে রাখিয়া দাও, এমন কি মৃত্যু তাহাদের প্রাণ বাহির করিয়া লয়, কিম্বা আল্লাহ তাহাদের কোন পন্থা স্থির করেন।"

যে সময় ব্যভিচারের কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম (হদ্দ) স্থির হইয়াছিল, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল, এইহেতু দ্বিতীয় আদেশ প্রতীক্ষা করিতে আদেশ করা হইয়াছিল। সেই সময় আদেশ হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় গৃহের মধ্যে থাকিতে দাও। ইহাতে বুঝা যায় যে পূর্ব্ব হইতে গৃহের মধ্যে থাকিতে এবং স্ত্রীলোকদিগের মূল নিয়ম ও প্রাকৃতিক গতি গৃহের মধ্যে থাকা। কেবল এই কুৎসিত কার্য্যের জন্য ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার সম্ভাবনা ছিল, এইহেতু পূর্ব্ব অবস্থা মতে তাহাদিগকে গৃহে রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তৎপরে যখন হদ্দ নির্দ্ধারিত করা হয়, তখন দিবতীয় আদেশ হয় যে, শাস্তি দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে আদালতে উপস্থিত করা হইবে।

হজরতের কতিপয় হাদিছ

(১) মেশকাত ;—

عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه و سلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذى *

"(হজরত) এবনে-মছউদ (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক সর্ব্বাঙ্গ গোপন থাকার বিষয়, যখন সে বাহিরে গমন করে, শয়তান তাহার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকে। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

এই হাদিসে স্পষ্টভাবে স্ত্রীলোককে গোপন থাকার ও রাখার তাকিদ করা হইয়াছে এবং তাহাকে গৃহের বাহিরে যাওয়া শয়তানি ফাছাদের মূলিভূত কারণ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

(২) মেশকাত ;—

عن أم سلمة انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم و ميمونة اذ اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله اليس هو اعمى لا يبصرنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم افعميا وان انتما الستما تبصرانه رواه احمد و الترمذي و ابو داؤد *

(হজরত) উম্মে ছাল্‌মা (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনিও (হজরত) ময়মুনা (রাঃ) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর নিকট ছিলেন, (এমতাবস্থায়) হঠাৎ উম্মে-মকতুমের পুত্র আগমণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই ব্যক্তির নিকট হইতে পর্দ্দার মধ্যে যাও। তৎশ্রবণে আমি

বলিলাম, ইয়া রাছুল্লাহ, উক্ত ব্যক্তি কি অন্ধ নহে? আমাদিগকে দেখিতে পারে না। তখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, তোমরা উভয়ে কি অন্ধ? তোমরা কি তাহাকে দেখিতেছ না? আহমদ, তেরমেজি ও আবুদাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।"

দেখুন, এস্থলে কোন অনাচার ও অহিতের সম্ভাবনা ছিলনা, কেননা এক দিকে মুছলমানদিগের মাতা নবি (ছাঃ) এর পাক বিবিগণ, অন্যদিকে একজন সজ্জন অন্ধ ছাহাবি, ইহা সত্ত্বেও সমধিকভাবে বিঘ্নের মূলোৎপাটন কিম্বা উম্মতদিগকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্যে নিজের বিবিগণকে পর্দ্দা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে যেস্থলে উভয় পক্ষে এইরূপ কঠোর প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তথায় পর্দ্দা করা কেন ওয়াজেব হইবে না?

(৩) মেশকাত :—

عن عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش و للعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبى منه لما راى من شبهه بعتبة فما رأها حتى لقى الله متفق عليه *

"(হজরত) আএশা (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, তৎপরে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, হে—আবদুল্লাহ বেনে-জাময়া, এই বালকটি তোমাকে দেওয়া হইল, কেননা পুত্র দাসীর মালিকের হক হইয়া থাকে এবং ব্যাভিচারির জন্য প্রস্তর (উপযুক্ত)। তৎপরে তিনি (নিজের বিবি) ছাওদা বেন্তে জাময়াকে বলিলেন, তুমি উক্ত পুত্র হইতে পর্দ্দা কর, যেহেতু তিনি উহার আকৃতি আতাবার আকৃতির তুল্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। তৎপরে উক্ত পুত্র হজরত ছাওদাকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দেখিতে পায় নাই। বোখারী ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

উক্ত পুত্র জাময়ার দাসীর গর্ভজাত ছিল কিন্তু আতাবার হারাম

বীর্য্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আতাবার মৃত্যুর পরে তাহার ভ্রাতা উক্ত পুত্র তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ার দাবি করিয়াছিল। উক্ত জাময়ার একটি পুত্র ছিল, তাহার নাম আবদুল্লা. সে দাবি করিয়া বসিল যে, উক্ত পুত্র তাহার ভ্রাতা, তাহার পিতা জাময়ার ক্রীত-দাসীর গর্ভজাত, দাসী তাহার পিতার অধীনে ছিল, হালাল বীর্য্য হইতে নছব (বংশ) প্রতিপন্ন হয়, হারাম বীর্য্য হইতে উহা প্রতিপন্ন হইতে পারে না, শরিয়তের এই নিয়ম কানুন অনুসারে উক্ত বালকটিকে আবদ বেনে-জাময়ার ভ্রাতা স্থির করিলেন। হজরতের এক বিবি ছওদা (রাঃ) উক্ত জাময়ার কন্যা ছিলেন, উক্ত কানুন অনুসারে এই বালক হজরত ছওদার ভ্রাতা হইল, আর সে মহরম হওয়া বশতঃ তাঁহার উক্ত ভ্রাতা হইতে পর্দ্দা করার আবশ্যক ছিল না কিন্তু যেহেতু সন্দেহ ভঞ্জন উদ্দেশ্যে তিনি হজরত ছওদা (রাঃ)কে তাহা হইতে পর্দ্দা করিতে আদেশ দিলেন, তিনি দৃঢ়তার সহিত এই আদেশ পালন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, পর্দ্দা পদ্ধতি এত দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালিত হইত যে, সামান্য সন্দেহের কারণে এহতিয়াত করা হইত।

(৪) মেশকাত ;—

عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله ارأيت الحمو قال الحمو الموت متفق عليه *

"হজরত আকাবা বেনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা স্ত্রীলোকদিগের নিকট গমনাগমণ করা হইতে বিরত থাক। ইহাতে এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ (ছাঃ), আপনি দেবরের সম্বন্ধে কি বলেন? হজরত বলিলেন, দেবর মৃত্যু তুল্য (অর্থাৎ অতি ভয়ঙ্কর)। বোখারী ও মোসলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

হজরত এই হাদিছে বিনা জরুরত হঠাৎ স্ত্রীলোকদিগের নিকট

যাতায়াত করা হারাম স্থির করিয়াছেন। সত্য বিবেক ও স্পষ্ট পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রচলিত পর্দ্দা উপরোক্ত যাতায়াত রোধের উৎকৃষ্ট উপায়, ইহা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় এইরূপ প্রবল প্রতিবন্ধক বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না, প্রচলিত পর্দ্দা না থাকিলে অগত্যা এইরূপ নিষিদ্ধ যাতায়াতের স্রোত প্রবাহিত থাকা জরুরী। আর এইরূপ যাতায়াত হারাম, কাজেই উহার অবলম্বন স্বরূপ পর্দ্দাহীনতা হারাম হইবে, ইহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। কাজেই প্রচলিত পর্দ্দা ওয়াজেব হইবে।

(৫) মেশকাত ;—

عن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال لا يخلوا رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان رواه الترمذي *

"(হজরত) ওমার রেওয়াএত করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন কোন পুরুষ লোক নির্জ্জনে কোন (আজনবি) স্ত্রীলোকের সহিত বসিবে, তথায় নিশ্চয় তাহাদের তৃতীয় শয়তান থাকিবে।"

এইস্থলে চতুর্থ হাদিছের ন্যায় বক্তব্য এই যে, বেগানা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নির্জ্জনে উপবেশন করা হারাম। যদি প্রচলিত পর্দ্দা না থাকে, তবে স্বাভাবিক নিয়ম ও চক্ষে দেখা ব্যাপার এই যে, কিছুতেই উহাতে সাবধানতা অবলম্বন করার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না, বিশেষতঃ বর্ত্তমানের নির্ভিক ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক দ্বারা এইরূপ নির্জ্জন বাস অতি সত্য ব্যাপার, কাজেই পর্দ্দাহীনতা এইরূপ নির্জ্জন বাসের অবলম্বন স্বরূপ হইল। আর এইরূপ নির্জ্জন বাস হারাম। আর উহার অবলম্বন স্বরূপ পর্দ্দাহীনতা হারাম হইবে, ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, কাজেই প্রচলিত পর্দ্দা ওয়াজেব হইবে।

(৬) মেশকাত ;—

عن الحسن مرسلاً قال بلغنى ان رسول الله صلى الله

عليه و سلم قال لعن الله الناظر و المنظور اليه رواه البيهقى فى شعب الايمان *

হাছান মোরছাল ভাবে রেওয়াএত করিয়াছেন, আমি এই হাদিছ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা উহার উপর অভিসম্পাত (লা'নত) করেন—যে (কু-দৃষ্টিতে) দর্শন করে ও উহা যাহার উপর কু-দৃষ্টি করা হয় (অর্থাৎ যদি সে অসাবধনতা করে)। বয়হকি ইহা শোয়াবোল ইমানে রেওয়াএত করিয়াছেন।"

এইস্থলে বক্তব্য এই যে, আজনবি স্ত্রীলোকের দিকে কু-দৃষ্টি করা এবং স্ত্রীলোকের পর-পুরুষের পক্ষে ইহার সুযোগ করাইয়া দেওয়া হারাম। পর্দ্দাহীনতা নিশ্চয় ইহার অবলম্বন স্বরূপ, কাজেই উহা হারাম ও পর্দ্দা ওয়াজেব হইবে।

(৭) মেশকাত :—

عن عائشة ان اسماء بنت ابى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم و عليها ثياب رقاق فاعرض عنها و قال يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لن يصلح ان يرى منها الا هذا و هذا و اشار الى وجهه و كفيه رواه ابو داؤد *

"(হজরত) আএশা (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, (তাঁহার ভগ্নি) হজরত আবুবকরের কন্যা আছমা পাৎলা বস্ত্র পরিধেয় অবস্থায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইলেন, ইহাতে হজরত তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, হে আছমা, স্ত্রীলোক যখন বালেগা হইয়া যায়, তখন তাহার চেহারা ও হস্তদ্বয়ের কব্জা ব্যতীত (অন্যের) দৃষ্টিগোচর না হওয়া উচিত। আবু দাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

এস্থলে বক্তব্য এই যে, পাৎলা কাপড়ে শরীর দেখা যায়, এরূপ কাপড় পরিধান করা স্ত্রীলোকের পক্ষে হারাম। পর্দ্দা না থাকিলে জাঁকজমক প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যের খাতিরে, বিশেষতঃ হিন্দুস্তানের স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতির হিসাবে গায়ের-মহরম পুরুষদিগের সম্মুখে পাৎলা কাপড় পরিধান করিয়া তাহাদের গমণ করা অতি সত্য কথা। আর ইহা হারাম, কাজেই পর্দ্দাহীনতা হারাম। হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকদের মস্তক খুলিয়া আজনবি পুরুষের নিকট যাওয়া হারাম, স্বাভাবিক নিয়মে পর্দ্দা না থাকিলে, মস্তক খুলিয়া ফেলা খাঁটি কথা। কাজেই পর্দ্দাহীনতা হারাম ও পর্দ্দা ওয়াজেব হইবে।

ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন ভাবে স্পষ্ট প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চেহারা ও হস্তদ্বয়ের কব্জা ঢাকিয়া রাখা আসল হুকুম, এইহেতু এই হাদিছে চেহারা ও হস্তদ্বয়ের কব্জা খুলিয়া রাখার যে ব্যবস্থা আছে, ইহা পর্দ্দার হুকুম নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে ব্যবস্থা কিম্বা জরুরতের ব্যবস্থা। ছেহাহ ছেত্তার মধ্যে অনেক হাদিছ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে— যাহাতে স্ত্রীলোকদিগকে গায়ের মহরম পুরুষদিগের সম্মুখে সুগন্ধি বস্তু ব্যবহার করিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, গৃহের মধ্যে নামাজ পড়ার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, গৃহের অভ্যন্তরে যে গৃহ থাকে, তথায় নামাজ পড়ার সমধিক ফজিলতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মস্তক খুলিয়া রাখা হারাম হওয়ার এবং গায়ের মহরমের নিকট সৌন্দর্য্য প্রকাশ নিষিদ্ধ হওয়ার ও কু-দৃষ্টির ব্যভিচারের অন্তর্গত হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তৎসমস্ত পাঠে বুঝা যায় যে, পূর্ণ পর্দ্দা করা শরিয়তের আসল ব্যবস্থা, আর পর্দ্দাহীনতা বিস্তর ফাছাদের মূল কারণ, আর যে কোন স্থলে চেহারা খুলিয়া রাখার কিম্বা বাহিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, উহা জরুরত কিম্বা কোন ইছলামি হিতজনক কার্য্যের জন্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাও অনেক শর্ত্ত ও কঠোরতার সহিত, আর কতক স্থলে পর্দ্দার আদেশ নাজেল হওয়ার

পূর্ব্বকালীন ব্যবস্থা।

* তৃতীয়—হজরতের বিবি ও কন্যাগণের পোষাক পরিচ্ছদের অবস্থা। *

তিন নম্বর আয়তে উল্লিখিত চাদর ও চারি নম্বর আয়তে উল্লিখিত মস্তক বাঁধা কাপড়ের নিয়ম আরবে প্রচলিত আছে। কতকগুলি হাদিছে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১) মেশকাত ;—

عن أم سلمة ان النبى صلى الله عليه و سلم دخل عليها و هى تختمر فقال لية لا ليتين رواه ابو داؤد *

"(হজরত) উম্মে ছালমা (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি মস্তকে রুমাল বাঁধিতেছিলেন, এমতাবস্থায় নবি (ছাঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, ইহাতে তিনি বলিলেন, এক পেচ দাও, দুই পেচ দিও না (যেন উহা পুরুষের পাগড়ীর তুল্য না হইয়া যায়), আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

(২) মেশকাত ;—

و دخلت على عايشة و عليها درع قطرى الحديث رواه البخاري *

"আমি হজরত আএশার নিকট উপস্থিত হইলাম, তাঁহার পরিধেয় একটি পুরু পিরহান ছিল। বোখারী ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

দেরয়োন درع শব্দের অর্থ পিরহান, ইহা কামুছে আছে। মোগরাব নামক অভিধানে আছে, পিরহানের উপর যে কাপড় পরিধান করা হয়, উহাই দেরয়োন। মেরকাত দ্রষ্টব্য।

(৩) মেশকাত ;—

عن أم سلمة قالت رسول الله صلي الله عليه و سلم حين ذكر الازار فالمرأة يا رسول الله قال ترخى شبراً فقالت اذا تنكشف اقدامهن قال فيرخين ذراعا رواه ابو داؤد *

"(হজরত) উম্মে-ছালমা (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন যে, যে সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তহবন্দের বর্ণনা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, স্ত্রীলোক তহবন্দ কি পরিমাণ নীচে নামাইবে? হজরত বলিলেন, (পায়ের নলার অর্দ্ধ ভাগ হইতে) এক বিঘত নীচে নামাইবে। ইহাতে বিবি মজকুরা বলিলেন, তবে এক হস্ত নীচে নামাইবে। আবু দাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

(৪) মেশকাত ;—

قالت امرأة يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها متفق عليه *

"একটি স্ত্রীলোক বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আমাদের কোন কোন স্ত্রীলোকের চাদর নাই, ইহাতে হজরত বলিলেন, যেন তাহার সহচরী স্ত্রীলোক নিজের চাদর দ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া রাখে, বোখারী ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

(৫) নাছায়ি ;—

فليلبس السراويل

"হজরত বলিয়াছেন, যেন পায়জামা পরিধান করে।"

প্রথম হাদিছ হইতে মস্তক-বন্দ, দ্বিতীয় হাদিছ হইতে কোরতা ও ছলুকা, তৃতীয় হাদিছ হইতে লুঙ্গি, চতুর্থ হাদিছ হইতে চাদর পঞ্চম হাদিছ হইতে পায়জামা ব্যবহারের নিয়ম হজরতের জামানায় প্রচলিত থাকা প্রমাণিত হয়, ইহাই অধিকাংশ সময়ের ব্যবস্থা। বাহিরে যাওয়া কালে বোরকার স্থলে চাদরকে জরুরী বুঝিয়া ব্যবহার করা হইত,

অবশিষ্ট কাপড়গুলি গৃহের মধ্যে সর্ব্বদা পরিধান করিতেন— যাহাতে চেহারা ও হস্তদ্বয়ের কব্জা ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকা থাকিত। চেহারা ও হস্তদ্বয়ের কব্জাদ্বয়ের ব্যবস্থা এইরূপ করা হইয়াছিল যে, বিনা জিজ্ঞাসা ও আওয়াজে গৃহের মধ্যে লোকের প্রবেশ করা নিষেধ ছিল, কোরআন শরিফে ও অনেক হাদিছে ইহা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হইয়াছে। يدنين عليهن من جلابيبهن হইতে স্পষ্টভাবে চাদর দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের চেহারা ও হস্তদ্বয়ের কব্জা ঢাকিবার কথা বুঝা যায়।

চতুর্থ—সেই পাক জামানার পর্দ্দার সীমা

যদিও উল্লিখিত আয়ত ও হাদিছগুলি হইতে উক্ত ছওয়ালের জওয়াব দেওয়া হইয়াছে, তথাচ আরও কয়েকটী হাদিছ উদ্ধৃত করিতেছি;—

(১) মেশকাত :—

عن أم عطية قالت أمرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين و ذوات الخدور متفق عليه *

"(হজরত) উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা দুই ঈদের দিবস ঋতুবতী (হায়েজওয়ালী) ও পর্দ্দা-নশিন স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে লইয়া যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বোখারী ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

ذوات الخدور 'পর্দ্দা-নশিন স্ত্রীলোকগণ' এই শব্দদ্বয় হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান কালীন পর্দ্দাও সেই পাক জামানাতে অবিকল ছিল, আর উক্ত পর্দ্দা-নশিন স্ত্রীলোকদিগকে ঈদগাহে লইয়া যাওয়া ইছলামের শান শওকাত প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল, ইহা আসলি হুকুম ছিল না, এইহেতু হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোকদিগকে এই দলের অন্তর্গত করা হইত। ছাহাবাগণ জ্ঞানের জ্যোতিঃ দ্বারা ইহা আসল হুকুম নহে বুঝিয়া ইসলামের শক্তি সামর্থ ও মুছলমানগণের

সংখ্যা অধিক হইতে অধিকতর দেখিয়া তাহাদের ঈদগাহে লইয়া যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং আসল হুকুমের (আজিমতের) উপর আমল করিয়াছিলেন, ইহা হাদিছ সমূহে উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) মেশকাত ;—

عن عائشة (رض) قالت اومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابو داؤد و النساء *

"(হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি স্ত্রীলোকের হস্তে একখানা পত্র ছিল, সে পৰ্দ্দার অন্তরাল হইতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)কে উহা দেওয়ার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল। আবু দাউদ ও নাছায়ি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

ইহাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে বর্ত্তমানের ন্যায় পৰ্দ্দা করিতেন। বরং উট চালকেরা হজরত আএশার জন্য হাওদাকে মানুষ পূর্ণ ধারণা করিয়া বাঁধিয়া চালাইয়া দিয়াছিল, ইহাতে আমাদের এই দেশের ডুলি ও পালকিতে স্ত্রীলোকদের যাওয়ার ও তাহাদের বেহারাদিগের সহিত কথা না বলার নিয়ম দৃঢ় করিয়া দেয়।

(৩) মেশকাত ;—

عن ابى سعيد الخدري فى قصة الفتى حديث العهد بعرس فاذا امرأته بين البابين قائمة فاهوى اليها بالرمح ليطعنها به و اصابته غيرة الحديث رواه مسلم *

"(হজরত) আবু ছঈদ খুদরী (রাঃ) একজন নববিবাহিত যুবক ছাহাবির ঘটনা বর্ণনা উপলক্ষে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী উভয় পায়ের মধ্যে দন্ডায়মান আছে, ইহাতে তিনি গয়রতের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে বল্লম দ্বারা

আঘাত করিতে তাহার দিকে ঝুকিয়া পড়িলেন। (পরে তিনি জানিতে পারিলেন যে, একটি সর্প দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী বাহিরে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল)। মোছলেম ইহা তেওয়াএত করিয়াছেন।''

ইহাতে বুঝা যায় যে, ছাহাবাদিগের জামানায় পর্দ্দার নিয়ম লোকদের অন্তরে এরূপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, স্ত্রীর দ্বারদেশে দন্ডায়মানে তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িতেন।

* পঞ্চম—প্রচলিত পর্দ্দা প্রথার প্রথম সূচনা *

(১) ছহিহ মোছলেম :—

عن انس فى قصة تزوج زينب من الحديث الطويل قال فرجعت فاذا هم قد قاموا فضرب بينى و بينه الستر و انزل اية الحجاب ＊

''(হজরত) আনাছ (উম্মোল-মো'মেনিন) জয়নব (রাঃ)র নেকাহ সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা উপলক্ষে বলিয়াছেন, আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, দাওয়াত ভক্ষণকারিগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন আমার ও হজরত নবি (ছাঃ)এর মধ্যে পর্দ্দা স্থাপন করা হইল এবং পর্দ্দার আয়ত নাজেল হইল।''

এই হাদিছ হইতে পর্দ্দার প্রথম সূত্রপাত হওয়ার সংবাদ অবগত হওয়া যায়, হজরত নবি (ছাঃ)কে অহি দ্বারা ইহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, বরং মোছলেম শরিফের দুইটি হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, এই আদেশ নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে হজরত ওমার (রাঃ) নবি (ছাঃ) কে তাঁহার বিবিগণকে পর্দ্দার মধ্যে রাখিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎপরে উহার জন্য অহি নাজেল হয় তৎপরে হজরত (ছাঃ) আম খাস সমস্ত লোকের পক্ষে দৃঢ়তার সহিত এই পর্দ্দা করার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত